সঙ্গীত : সঙ্গীতের উদ্ভব ও ইতিহাস

HISTORY HONS-SEC SEM-IV UNIT-I

Nilendu Biswas
Assistant Professor & Head
Dept. of History
Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

সঙ্গীত কী ?

ইংরাজি Music শব্দ এসেছে Muse থেকে । গ্রিক দেবতা Zues এবং দেবী Mnemosyne-এর কন্যা Muse, এঁরাই কবি ও গায়কদের অনুপ্রাণিত করেন । তারফলেই সৃষ্টি হয় সঙ্গীত । স্বভাবতই এটা পুরাণের কাহিনি । আমরা জানি কোন বস্তুতে অপরবস্তু দিয়ে আঘাত করলে উভয়ের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয় । সেই কম্পনের সংলগ্ন বায়ুও কম্পিত হয় । ঠিক যেমন পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়লে ছোট ছোট ঢেউ সৃষ্টি হয়ে মন্ডলাকারে চারদিক ছড়িয়ে যেতে থাকে, তেমনি কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ কানে প্রবেশ করে । কানের মধ্যে সুক্ষ্ম চামড়ার যে পর্দা আছে ঐ তরঙ্গ তাতে আঘাত করে । পরে ঐ পর্দা সংলগ্ন অস্তির দ্বারা শ্রবণ স্নায়ুতে নীত হয়ে মস্তিষ্কে পৌছালে আমরা শব্দ অনুভব করি ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

সব শব্দই কিন্তু আমরা শুনতে পাই না । যে শব্দে প্রতি সেকেন্ডে ২২ হাজার বার বায়ু প্রকম্প হয় তা আমরা শুনতে পাই, তার বেশি হলে শুনতে পাই না । আবার প্রতি সেকেন্ডে ১৬ বারের কম যে প্রকম্প শব্দ সৃষ্টি করে তাও আমরা শুনতে পাই না । এই প্রকম্পের সমান মাত্রা থেকেই সুর জাগে । দুটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় তা যদি প্রত্যেকবার সমান তাকে তাহলেই সুর সৃষ্টি হয় । যে শব্দে সমতা নেই তা সুর রূপে পরিণত হয় না, তা বেসুর মাত্র । সুরের একত্ব ও বহুত্বই হল সঙ্গীত ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

সঙ্গীতের উদ্ভব

- আমাদের ভাব প্রকাশের দুটি বিষয় হল কথা ও সুর । সঙ্গীতে এবং কাব্যে এই দুটোরই ব্যবহার হয় । এই দুটো একসঙ্গে মিলে ভাব সৃষ্টি করে । তবে কবিতার কথায় ভাষার প্রাধান্য এবং সঙ্গীতে সুরের ভাষার প্রাধান্য । ভারতবর্ষে সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ব্রহ্মা, শিব, পার্বতী প্রভৃতিকে আনা হয়েছে । সঙ্গীতকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম বিদ্যা । কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমরা দেখতে পাই সঙ্গীত বিদ্যা মানুষের বিদ্যা এবং এ বিদ্যা মানুষের সৃষ্টি ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

সঙ্গীতের শ্রেণিবিভাগ

- **সঙ্গীতের শ্রেণিবিভাগ ঃ** সঙ্গীতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ক) গান বা কণ্ঠ-সঙ্গীত, খ) বাজনা বা বাদ্য-সঙ্গীত এবং গ) নাচ বা নৃত্য-সঙ্গীত ।
- **ক) গান বা কণ্ঠ সঙ্গীত ঃ** সুর, তাল, লয়, ছন্দ ও অর্থবোধক ভাষার সাহায্যে মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করাকে গান বা কণ্ঠ-সঙ্গীত বলে ।
- **খ) বাজনা বা বাদ্য-সঙ্গীত ঃ** সুর, তাল, লয় ও ছন্দ সহযোগে কোন বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করে মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করাকে বাজনা বা বাদ্য-সঙ্গীত বলে ।
- **গ) নাচ বা নৃত্য-সঙ্গীত ঃ** সুর, তাল, লয় ও ছন্দ সহযোগে সুললিত অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করাকে নাচ বা নৃত্য-সঙ্গীত বলে ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- তবে বর্তমান ভারতবর্ষে সামগ্রিকরূপে সঙ্গীতের দুটি মুখ্য পদ্ধতি প্রচলিত আছে । একটি হল উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং অপরটি হল দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক সঙ্গীত ।
- **১) উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ঃ** সমগ্র উত্তর ভারত অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে যে সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত তাকে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলে ।
- **২) দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক সঙ্গীত ঃ** সমগ্র দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ মাদ্রাজ (চেন্নাই), মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চলে যে সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত তাকে দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক সঙ্গীত বলে ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

বাংলায় সঙ্গীত চর্চার আর্বিভাব ও ইতিহাস

খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে পাল রাজত্বে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হয় । এর আগে যে সমস্ত বিদগ্ধ বাঙালী সাহিত্য বা সঙ্গীত রচনা করেছেন তাঁরা তা করেছেন হয় সংস্কৃতে না হয় প্রাকৃতে । বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির পর থেকে বাংলা ভাষায় বাঙালীর সঙ্গীত সাধনা শুরু হয় এবং বলা যায় যে বাঙালী তার প্রথম সাহিত্য শুরু করে সঙ্গীতের মাধ্যমে । এগুলি চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নামে পরিচিত । একাদশ শতকের শেষের দিকে রামাবতী নগরী সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে । রামপাল এই নগরীর পত্তন করেন বলে জানা যায় ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

এই সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিম-ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সুদৃঢ় হয় এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উত্তর-ভারতে প্রচলিত কিছু কিছু রাগরাগিণী বাংলাদেশে নতুন করে পরিচিতি লাভ করে । মালব, গুর্জর, কম্বোজ, গান্ধার, কর্ণাট প্রভৃতি রাগগুলি বাংলাদেশে প্রচলিত হয় । পাল রাজত্বের পর সেনবংশ, বিশেষত রাজা বল্লাল সেনের আমলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসার ঘটে । বড় বড় বহু ওস্তাদ লক্ষ্মণ সেনের দরবারে আসতেন বলে জানা যায় । পাল রাজত্বে সঙ্গীত ছিল লোকায়ত, কিন্তু সেনযুগে দরবারী সঙ্গীতের চর্চার শুরু হয় । রামাবতী নগরে বীণা, বেণু, মুরজ সহযোগে ঐকতান বাদনের উদ্ভব হয়েছে । যেমন গোণ্ডকিরী, শবরী ইত্যাদি ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

পাল রাজাদের মধ্যে একাধিক রাজা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । তাঁদের কীর্তিকাহিনি নিয়ে পালাগান রচিত হয়েছিল । এইসব গান রাখালেরা মাঠে গাইতো, বণিকরা বিপণীতে গাইতেন এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও এই গান গাইতো । বঙ্গভূমিতে ব্যাপকভাবে মহীপালের গীত প্রচলিত ছিল । পাল রাজত্বের অবসানের পরেও এই গান শোনা যেত । ষোড়শ শতকে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন--

‘যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত ।
ইহা শুনিতে সে সর্বলোক আনন্দিত ।।’

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

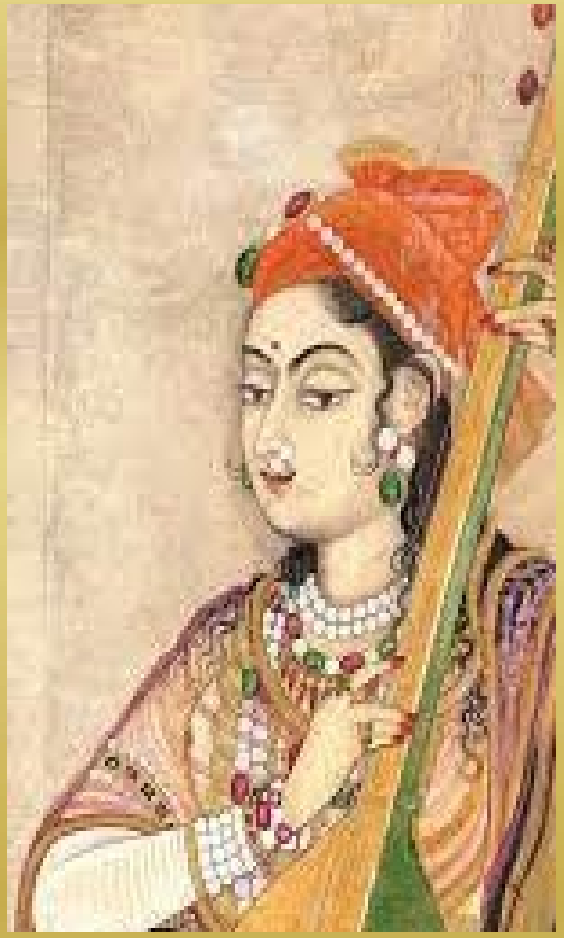

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে বিদ্যুৎপ্রভার স্বামী বূঢ় মিশ্র রাজসভায় এসে কবি জয়দেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ‘পটমঞ্জরী’ রাগের আলাপ করেন । জয়দেব এবং তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী লক্ষ্মণ সেনের সভায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন । এই লক্ষ্মণ সেনের সভাতেই ছিলেন উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী ও গোবর্ধন আচার্য । এই যুগের গান ধাতু, অঙ্গ ও তাল সহযোগে নৃত্যের ছন্দে ছন্দে রূপায়িত হত । যে সমস্ত তাল গাওয়া হত তাদের নাম হল রূপক, যতি, একতাল, অষ্টতাল, নিঃসার ইত্যাদি । এই তালগুলি এখনও প্রচলিত আছে ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ত্রয়োদশ শতকে আলাউদ্দিন খলজীর আমলে উত্তর-ভারতে কাব্য ও সঙ্গীত চর্চার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় । তার ঠিক পূর্বে বঙ্গভূমির সঙ্গীতের ইতিহাসও রীতিমত চিত্তাকর্ষক । দিল্লির দরবারকে কেন্দ্র করে রাগরাগিণীর ব্যাপক অনুশীলন চলছিল । এদিকে বাংলাদেশের রাজসভাকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। লোচনদাস কবির ‘রাগ তরঙ্গিনী’ তার একটা নিদর্শন । লোচনদাস ছিলেন বল্লাল সেনের সভাকবি । শুধু এই গ্রন্থটি নয়, চর্যাপদ থেকে শুরু করে গীত গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাগসঙ্গীতের গায়ন পদ্ধতির মূল্যবান দলিল । সে যুগে প্রচলিত বহু রাগরাগিণী এবং তালের বর্ণনা এই সব বইতে আছে । এগুলি সেকালের রুচি অনুযায়ী গায়ন পদ্ধতির সাক্ষ্য বহন করছে ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.